গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শ্রম অধিদপ্তর
www.dol.gov.bd

“নারায়ণগঞ্জের বন্দর ও চট্টগ্রামের কালুরঘাটে মহিলা শ্রমজীবী হোস্টেল এবং ০৫ শয্যার হাসপাতাল সুবিধাসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের ৪র্থ পিআইসি সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	এ.কে.এম.মিজানুর রহমান মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), শ্রম অধিদপ্তর
সভার তারিখ	১৩/০৭/২০২০ খ্রি.
সভার সময়	বেলা ১১:৩০ ঘটিকা।
স্থান	শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সভা কক্ষ।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কাজ আরম্ভ করেন এবং আলোচ্য বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ জানান।

১. বিগত সভার কার্যবিবরণী পঠন ও দৃঢ়করণ:

প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবু আশরীফ মাহমুদ বিগত ১৯/০১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত ৩য় পিআইসি (PIC) সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন। কারো কোন আপত্তি না থাকায় কার্যবিবরণী সভায় দৃঢ়করণ করা হয়।

২. ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের সম্পাদিত ভৌত কাজের ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

২.০ প্রকল্প কাজের অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে প্রকল্পের নারায়ণগঞ্জের বন্দর অংশের ০৯ (নয়) তলা ভবনের নির্মাণ কাজ, ভবনের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, টাইলস স্থাপন, দেয়াল প্লাষ্টার ও রং করণ, বৈদ্যুতিক ওয়েরিং, বাথরুম ফিটিংস ইত্যাদির কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমানে হোস্টেল অংশের প্রতিটি কক্ষের আসবাবপত্র তৈরী ও স্থাপনের কাজ চলমান। জেনারেটর স্থাপনসহ ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতি সংযোজনের কাজও চলমান। নারায়ণগঞ্জের বন্দর অংশের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৯৩%। অপরদিকে প্রকল্পের কালুরঘাট অংশে মূল ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সিলিং এর আস্তর, ইট গাথুঁনী এবং ভিতরে প্লাস্টার এর কাজ চলমান। কালুরঘাট অংশের ভৌত কাজের অগ্রগতি ৭৩%। এমতে প্রকল্পের মোট ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮৩%।

২.১ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৫৮০.০০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৭০%। প্রকল্পের কাজের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিষয়ে কমিটির সদস্যবৃন্দ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

৩. প্রকল্পের নারায়নগঞ্জের বন্দর অংশের শ্রমজীবী মহিলা হোষ্টেলের জন্য নির্মিত ০৯ তলা ভবনে লিফট সংযোজন প্রসঙ্গে:

৩.০ প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, বর্ণিত ভবনে সংযোজনের জন্য প্রকল্পের ঠিকাদারী কর্তৃপক্ষ সেনা কল্যাণ সংস্থা চীনে তৈরীকৃত ০৩টি লিফট প্রকল্প সাইটে এনেছেন। কিন্তু প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি'তে নারায়ণগঞ্জ বন্দর অংশে নির্মিত ০৯ তলা শ্রমজীবী মহিলা হোষ্টেল ভবনে ইউরোপিয়ন ষ্টান্ডার্ডে ০৩টি প্যাসেঞ্জার লিফট সংযোজনের সংস্থান রয়েছে। এ বিষয়ে লিখিত ভাবে প্রকল্পের ঠিকাদারি কর্তৃপক্ষ সেনা কল্যাণ সংস্থাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে লিফট সংযোজন না করার বিষয়ে প্রকল্প দপ্তর হতে পত্র মারফত অবহিত করা হয়েছে। বর্ণিত বিষয়ে সভায় উপস্থিত সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধি কর্ণেল (অব:) এ,বি,এম মিজানুর রহমান বলেন যে, সরবরাহকৃত লিফট ০৩ টি Thyssenkrupp নামক ব্রান্ডের যার কান্ট্রি অব অরিজিন জার্মানী। তবে ব্যবসায়িক কারণে ও যোগাযোগের সুবিধার্থে কোম্পানীটির চায়নায় অবস্থিত কারখানায় বর্ণিত ব্যান্ডের লিফটসমূহ তৈরী করা হয়। নারায়ণগঞ্জের বন্দরের শ্রমজীবী মহিলা হোষ্টেলের ক্ষেত্রেও তদরুপ চীনের কারখানায় তৈরীকৃত জার্মান Thyssenkrupp ব্রান্ডের ০৩ টি লিফট সরবরাহ করা হয়েছে যা বর্তমানে বন্দরস্থ প্রকল্প সাইটে রক্ষিত আছে। বর্ণিত বিষয়ে সেনা কল্যাণ সংস্থা মনে করে সরবরাহকৃত Thyssenkrupp লিফটসমূহ ইউরোপিয়ন ষ্টান্ডার্ডের এবং ব্যান্ডের।

এ বিষয়ে সভায় পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক ও অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধি উপ প্রধান জনাব ফয়সাল আহমেদ সরবরাহকৃত লিফটসমূহ অনুমোদিত ডিপিপি'র চাহিদামতে ইউরোপিয়ন ষ্টান্ডার্ডের কিনা তা বুঝে নেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিসহ একটি Technical Committee গঠনের প্রস্তাব করেন যাদের প্রতিবেদন/সুপারিশের ভিত্তিতে সেনা কল্যাণ সংস্থার সরবরাহকৃত লিফটসমূহ ইউরোপিয়ন ষ্টান্ডার্ডের কিনা এর সঠিকতা যাচাইপূর্বক তা গ্রহণের বিষয়টি অনুমোদন করা যেতে পারে। আলোচনার এ পর্যায়ে সভার সভাপতি প্রস্তাবটি পিএসসিতে উপস্থাপনপূর্বক তা চুড়ান্তকরণের বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করলে PIC'র অন্যান্য সদস্যবৃন্দ একমত প্রকাশ করেন।

৪. প্রকল্পের নতুন কম্পোনেন্ট হিসেবে কালুরঘাট অংশে লিফট সংযোজন, বন্দর ও কালুরঘাটে Fire Safety System স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় বৃদ্ধি প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা

৪.০ বর্ণিত বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, গত ১০-১০-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের ১ম পিএসসি সভায় প্রকল্পের কালুরঘাট অংশে শ্রমজীবী মহিলা হোষ্টেলে ০২ টি প্যাসেঞ্জার লিফট ও সংশ্লিষ্ট লিফট কোর বসানো এবং নারায়নগঞ্জ এর বন্দরসহ চট্রগ্রামের কালুরঘাট অংশের হোষ্টেল ভবনে Fire Protection & Detection System, সি সি টিভি ও একসেস কনট্রোল ডিভাইস বসানোর সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক ৫,৪০,০০,০০০/- (পাঁচ কোটি চল্লিশ লক্ষ) টাকার প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকল্পের ৩য় পিআইসি (PIC) সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং উক্ত সভার সুপারিশক্রমে সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রস্তাবিত ব্যয় প্রাক্কলন প্রকল্পের ২য় পিএসসি সভায় অনুমোদনও করা হয়। কিন্তু গত ২০-০২-২০২০ তারিখে সেনা কল্যাণ সংস্থার নং: এসকেএস/ ৫৯/ আরএন্ডআইসিটি / ডিপিএম/১৩/১৫০ স্মারকে পূর্বের ৫৪০.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ১৫১৫.০০ লক্ষ (পনের কোটি পনের লক্ষ) টাকা

প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। আলোচ্য এ বিষয়ে সভার সভাপতি মহোদয় বর্ণিত কাজে পিএসসি সভায় অনুমোদিত হওয়া প্রাক্কলিত ব্যয় কি কারণে আরো প্রায় ১০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করে উপস্থাপন করা হলো এর কারণ ও যৌক্তিকতা উপস্থিত সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধি'কে সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধি কর্ণেল (অব:) এ,বি,এম মিজানুর রহমান সভাকে জানান যে, বিষয়টি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে Fire service & Civil Defence এবং Environtment issue'তে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনায় দেখা যায় পূর্বের প্রাক্কলিত ব্যয় প্রণয়ণে অনেক বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয়নি যা না হলে সংযোজিত সিষ্টেম অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এবং তা পরবর্তীতে অন্তর্ভুক্ত করলে উল্লিখিত ব্যয়ের বৃদ্ধি ঘটে। এ পর্যায়ে সভার সভাপতি ব্যয় বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্টিকরণের জন্য সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধিকে পূর্বের ৫৪০.০০ লক্ষ টাকার ব্যয় বৃদ্ধি প্রস্তাব এবং পরবর্তীতে ১৫১৫.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় বৃদ্ধি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে কাজের নাম ও বিস্তারিত বিবরণ এবং আইটেম ভিত্তিক ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করে একটি তুলনামূলক বিবরণী উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেন এবং উক্ত তুলনামূলক বিবরণীটি আগামী ১৪/০৭/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পিএসসি সভায় উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করেন। পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

৫. নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প কাজ সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রণীত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা:

৫.০ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প কাজ সমাপ্তকরণের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরের সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রণীত কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনার এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের Civil work ছাড়াও Plumbing & Sanitary works, Electric works, Furniture & Equipment works, Arbore culture ইত্যাদি সম্পর্কিত কাজ অবশিষ্ট রয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট ০৬ (ছয়) মাস মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প কাজ সমাপ্ত সম্ভব হবে কি না সভার সভাপতি সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধির কাছে জানতে চাইলে কর্ণেল (অব:) এ,বি,এম মিজানুর রহমান সভাকে জানান যে, আগামী ডিসেম্বর ২০২০ এর মধ্যে প্রকল্পের নারায়ণগঞ্জের বন্দর অংশের নির্মিত শ্রমজীবী মহিলা হোষ্টেলের ০৯ তলা ভবনটি হস্তান্তর করা যাবে। কিন্তু বিদ্যমান কোভিড পরিস্থিতি এবং প্রকল্পের রিকাষ্ট ডিপিপি অনুমোদন ইত্যাদি কারণে প্রকল্পের চট্রগ্রামের কালুরঘাট অংশের শ্রমজীবী মহিলা হোস্টেল ভবনটির সম্পূর্ণ কাজ অবশিষ্ট মেয়াদে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ আরো ০১ বছর অর্থ্যাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য সেনা কল্যাণ সংস্থার প্রতিনিধি অনুরোধ জানান। আলোচ্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রকল্পের মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধির বিষয়ে কমিটির সদস্যবৃন্দ একমত প্রকাশ করেন।

৬.০ আলোচনার বিবিধ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পের আওতায় কালুরঘাট ও বন্দরে নির্মিত শ্রমজীবী মহিলা হোষ্টেল ভবনের বারান্দাসমূহে অনুমোদিত ডিজাইনমতে শুধুমাত্র তিন ফিট উচ্চতায় বেষ্টনী দেয়া আছে। দূর্ঘটনারোধে বারান্দাসমূহে ছাদপর্যন্ত গ্রীলের বেষ্টনী সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা উপস্থাপন করলে কমিটির সদস্যবৃন্দ তা না করার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।

উপস্থাপিত বিষয়সমূহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে আগামী ১৪-০৭-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য প্রকল্পের ৩য় PSC সভায় অনুমোদনের জন্য নিম্নরূপ সুপারিশসমূহ গৃহিত হয়ঃ

সুপারিশসমূহ:

০১. সেনা কল্যাণ সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের নারায়নগঞ্জের বন্দর অংশের শ্রমজীবী মহিলা হোষ্টেলের নির্মিত ০৯ তলা ভবনে সরবরাহকৃত ০৩ টি লিফট অনুমোদিত ডিপিপি'র চাহিদামতে ইউরোপিয়ন ষ্টান্ডার্ডের কিনা তা বুঝে নেয়ার জন্য বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিসহ একটি Technical Committee গঠনের প্রস্তাব প্রকল্পের পিএসসি সভায় চুড়ান্তকরণের বিষয়ে সুপারিশ করা হলো।

০২. ব্যয় বৃদ্ধির বিষয় সেনা কল্যাণ সংস্থার কর্তৃক পিএসসি সভায় উপস্থাপিতব্য তুলনামূলক বিবরণীর ব্যাখ্যার আলোকে পিএসসি সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হলো।

০৩. দেশে বিদ্যমান কোভিড পরিস্থিতি এবং প্রকল্পের ঠিকাদারী কর্তৃপক্ষ সেনা কল্যাণ সংস্থার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পের মেয়াদ আরো ০১ বছর অর্থ্যাৎ ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত বর্ধিত করণের বিষয়টি অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

পরিশেষে সভাপতি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত করার জন্য সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এ.কে.এম.মিজানুর রহমান
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), শ্রম অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৪০.০২.০০০০.০৩৭.১৬.০১১.১৮.১০২

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪২৭
১৩ জুলাই ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (সদয় অবগতির জন্য)
২) মহাপরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষন ও মূল্যায়ন বিভাগ (সেকশন-৫), শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩) মহাপরিচালক, (আরএন্ডআইসিটি), সেনা কল্যাণ সংস্থা, রাওয়া কমপ্লেক্স, ঢাকা)
৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালক এর দপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর
৫) যুগ্ম-প্রধান, একনেক অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
৬) যুগ্ম-প্রধান, প্রোগ্রামিং ডিভিশন, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা
৭) উপ- প্রধান, আর্থ -সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮) উপ সচিব (সেকশন-১৩), অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯) প্রকল্প পরিচালক, সেনা কল্যাণ সংস্থা, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
১০) জনাব সঞ্জয় কুমার ঘোষ, সিনিয়র সহকারী প্রধান(পরিকল্পনা-১ শাখা), শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।